অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কো ইমং পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকং চ
ইমংসদেবকং।
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব
পচেস্‌সতি ॥১॥

দেবতা এবং যমলোক আর এ পৃথিবী কার করতলগত?
ফুলের নিপুণ সংকলয়িতা ছাড়া এই কাজ কে পারে বলো তো?

সেখো পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকং চ ইমং সদেবকং।
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফবিম
পচেস্‌সতি ॥২॥

স্নাতকই পারেন এ তিন বিশ্ব জয় করে নিতে, ফুলের সুগত
সংকলয়িতা ব্যতীত কেই-বা বুঝতে পারবে এ ধম্মপদ!

ফেণূপমং কায়মিমং বিদিত্বা
মরীচিধম্মাং অভিসংবুধানো।
ছেত্বান মারস্‌স পপুপ্‌ফকানি
অদস্‌সনং মচ্চুরাজস্‌স গচ্ছে ॥৩॥

এ শরীর ফেনাবুদ্বুদ
আর মরীচিকা এই ব'লে
ছেঁড়ো শরের পুষ্পশর
যাও মৃত্যুকে পায়ে দ'লে॥

পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘোব মচ্চু আদায় গচ্ছতি ॥৪॥

ঘুমন্ত গ্রাম মহাপ্লাবণে অচিরে যেমন বিলুপ্ত হয়
ফুলের চয়নে আসক্ত যারা মৃত্যুর হাতে তাদেরও বিলয়॥

পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
অতিত্তং যেব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং ॥৫॥

ফুল তুলতে গিয়েও যদি কামনা তোমাকেই
বিদ্ধ করে দেখবে তুমি তখন বেঁচে নেই॥

যথাপি ভমরো পুপ্‌ফং বণ্ণগন্ধংঅহেঠয়ং।
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনি চরে ॥৬॥

ভ্রমর যেমন গন্ধ বা রং ধ্বংস না করে ফুলের গহন
নির্যাস নিয়ে সরে যায়, গ্রামে ঘুরে ফিরে যায় কিছু সজ্জন॥

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্ষেয্য কতানি অকতানি চ ॥৭॥

অন্যের যত না-করা কাজের তালিকায় মন ঢালছ অযথা!
বরং এবার অনুবীক্ষণে দেখবে নিজের অকৃতার্থতা?

যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বেতা ॥৮॥

সুরম্য ফুল সুন্দর তবু সুবাসবিহীন পুষ্পের মতো
সুভাষিত কথা নিষ্ফল হয়, কাজে অনূদিত না হলে, জানো তো!

যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো ॥৯॥

রম্য এবং সুবাসিত ফুল সুভাষিত কোনো কথার প্রমাণে
নির্ণীত হয় কোনো শুভকাজ, কষ্টিপাথরই সেই কথা জানে॥

যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্হা কয়িরা মালাগুণে বহূ।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং ॥১০॥

পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্প থেকেই অসংখ্য মালা নির্মিত হয়।
নশ্বরেরাও ঠিক সেই মতো কুশলপূণ্য করে সঞ্চয়॥

ন পুপ্‌ফগন্ধো পটিবাতমেতি
ন চন্দনং তগরং মল্লিকা বা।
সতং চ গন্ধো পটিবাতমেতি
সব্বা দিসা সপ্পুরিসো পবাতি ॥১১॥

টগর কিংবা চন্দন মল্লিকা
সুবাস হানে না বাতাসের প্রতিকূলে,

সৎ পুরুষের বিভূতি ছড়িয়ে যায়
সমস্ত দিকে সকল নদীর কূলে॥

চন্দনং তগরং বাপি উপ্পলং অথ বস্সিকী।
এতেসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো ॥১২॥

চন্দন আছে টগর কিংবা মল্লিকা আছে
কোনো গন্ধই লাগে না শীলের সুবাসের কাছে:

অপ্পমত্তো অয়ং গন্ধো যায়ং তগরচন্দনী।
যে চ সীলবতং গন্ধো বাতি দেবেসু উত্তমো ॥১৩॥

টগর ফুলের চন্দনে আছে কিছু-বা গন্ধ
শীলভদ্রের সুবাস কিন্তু ধায় দিগন্ত॥

তেসং সম্পন্নসীলানং অপ্পমাদবিহারিনং।
সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং মারো মগ্গং ন বিন্দতি ॥১৪॥

যে সকল শীলভদ্র পুরুষ অপ্রমত্ত
তাদের রাস্তা মারের কাছেও থাকে অবোধ্য॥

যথা সংকারধানস্মিং উজ্ঝিতস্মিং মহাপথে।
পদুমং তত্থ জায়েথ সুচিগন্ধং মনোরমং ॥১৫॥

রাজপথে প্রক্ষিপ্ত নোংরা আবর্জনায়
যেরকম কিনা শুচিসুরম্য পদ্ম ঘনায়,

এবং সংকারভূতেসু অন্ধভূতে পুথুজ্জনে।
অতিরোচতি পঞ্ঞায় সম্মাসংবুদ্ধসাবকো ॥১৬॥

ঠিক সেই মতো সারা সংসার পৃথক অন্ধ
তাঁর ভিতরেই বুদ্ধ শ্রাবক, প্রজ্ঞাবন্ত॥

ইতি পুপ্ফবগগো চতুত্থো।
পুষ্পবর্গ নামক চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত।

মিতকথন

উত্তরকালের দীক্ষিত পাঠককে আলাদা করে বলে দিতে হবে না, এই ষোলোটি কবিতা 'ধম্মপদ'-এর পুপ্ফবগগো (পুষ্পবর্গ) থেকে সমাহৃত। যদিও নান্দনিকে-আধ্যাত্মিকে বিজড়িত এই চয়নিকা কবেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, এবং আজ তার অনুশীলিত আবেদন শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক হীনযানী চক্রসমূহের মধ্যেই আবদ্ধ, কোনো কোনো বিরল বুদ্ধমন্দির থেকে ঘরে ফেরার সময় তাদের ঐহিক অনুরণন শ্রবণে সংবেদনে বেজে ওঠে।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, আক্ষেপও। বুদ্ধের প্রিয় ফুল কি ছিল টগর? তাই যদি হয় ধম্মপদ ছাড়া আর কোনো শাস্ত্রেই তার উল্লেখ নেই কেন? পালিভাষায় পারঙ্গম বিধুশেখর শাস্ত্রী আজ বেঁচে থাকলে এই মর্মে তাঁর কাছে জানতে চাইতাম। ভাবতে কেমন ছমছমে লাগে কতো ফুলের গন্ধ চিরতরে হারিয়ে গেছে। অপাপবিদ্ধ টগরই বা কী দোষ করল, তার কোনো গন্ধই বা আর নেই কেন?